সংবাদ

তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ১ ...

মাদ্রাসা অধিদফতর পৃথক হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়

২ হাজার মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারীকে এমপিওভুক্তির অভিযোগ

■ সিস্টেম এনালিস্টকে অব্যাহতি

■ সব নথি রি-চেক হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে সম্প্রতি 'মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর' নামে পৃথক একটি সংস্থা করা হয়েছে। নতুন জনবল নিয়োগ দিয়ে রাজধানীর স্কাউট ভবনে এর অফিস স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এই অধিদফতর পৃথক হওয়ার আগ মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রায় দুই হাজার মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। 'গণহারে' এমপিওভুক্তির কারণে চলতি মাসে মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য অতিরিক্ত প্রায় দেড় কোটি টাকা ছাড় করেছে মাউশি।

'পাইকারি' হারে বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্তির (মান্থলি পে অর্ডার বা বেতনের সরকারি অংশ) ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গতকাল মাউশির ইএমআইএস সেলের সিস্টেম এনালিস্টকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রোগ্রামার জামিলুর রহমানকে কম্পিউটার শাখার প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ জুলাই মাসে এমপিওভুক্ত করা মাদ্রাসার ৩৪ হাজার ৬৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নথিপত্র পুনরায় যাচাই-বাছাইয়ের (রি-চেক) সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রাপ্যতা, শূন্যপদ, মাদ্রাসায় মাদ্রাসা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

মাদ্রাসা : শি...

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আদৌ প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী আছে কী না সেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়নি। 'মাদ্রাসা অধিদফতর' অন্যত্র চলে যাচ্ছে- এই গুজব রটিয়ে অনৈতিক পন্থা ও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে হঠাৎ করে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রতি বছর প্রায় ১৮ কোটি টাকা 'গচ্ছা' দিতে হবে সরকারকে। এই পুরো এমপিও কেলেঙ্কারির সঙ্গে মাউশির পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেনের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। কারণ মাদ্রাসার প্রতিটি এমপিওভুক্তির নথিতেই তিনি চূড়ান্ত স্বাক্ষর করেছেন। মহাপরিচালকের কাছে ওই ফাইল বা নথি উপস্থাপন করা হয় না।

মাউশির কর্মকর্তারা জানায়, 'অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেনকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান। এজন্য এলিয়াছ কাউকে পরোয়া করেন না। এর আগে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের জানাজায় অংশ নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন এই পরিচালক। এছাড়াও শিক্ষাভবনে নিজ অফিসকক্ষে বসে তিনি নিজের রচিত নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইও বিক্রি করছেন।' মাদ্রাসা শাখার এমপিও কেলেঙ্কারিতে উদ্বিগ্ন মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন গতকাল নিজে এইএমআইএস (এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) সেলে পরিদর্শনে গিয়ে সিস্টেম এনালিস্ট আবুল ফজল বেলালকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

পরে মহাপরিচালক প্রবেশ করেন এলিয়াছ হোসেনের কক্ষে। এ সময় তিনি মহাপরিচালককে বুঝানোর চেষ্টা করে বলেন, 'মাদ্রাসা শাখার সহকারী পরিচালক (নাসির উদ্দিন) তিন মাসের ছুটিতে ছিলেন। এজন্য অনেক এমপিও আবেদন জমেছিল। সেগুলো একসঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।' তখন এক কর্মকর্তা বলেন, 'কোন আবেদনই আটকে ছিল না। সহকারী পরিচালক ছুটিতে বিদেশে থাকা অবস্থায় প্রতি মাসেই এমপিওভুক্তি হয়েছে।'

এ সময় সাংবাদিকদের সামনে মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন অধ্যাপক এলিয়াছকে উদ্দেশ করে বলেন, 'এমপিও'র সব ফাইল-নথি একটি একটি করে রি-চেক হচ্ছে। কেউই রেহাই পাবে না। অনিয়ম-দুর্নীতি করে এখানে কেউ পার পাবে না।'

জানা গেছে, প্রতি একমাস পরপর এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শূন্যপদে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা হয়। এতে প্রতি এমপিও'তে দুই থেকে তিন হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি পায়। এতে মাদ্রাসায় প্রতি মাসে ৭০০ থেকে ৮০০ জন এমপিওভুক্তি পায়।

কিন্তু সর্বশেষ জুলাই মাসে দেশের মোট সাত হাজার ৬১০টি (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদ্রাসার রেকর্ডসংখ্যক তিন হাজার ৪৬৯ জনকে এমপিওভুক্ত করা হয়। অথচ একই সময়ে প্রায় ১৭ হাজার এমপিওভুক্ত স্কুল থেকে এমপিও দেয়া হয়েছে দুই হাজার ৩১৭ জনকে। এর আগে গত মে মাসে মাদ্রাসায় এমপিও দেয়া হয়েছিল এক হাজার ৩৬৪ জনকে। গত জানুয়ারি ও মার্চে মাদ্রাসায় এমপিওভুক্তি পায় প্রায় ৫০০ জন।

এ বিষয়ে মাউশির মাদ্রাসা শাখার সহকারী পরিচালক নাসির উদ্দিন সংবাদকে বলেন, 'আমি ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল- এই তিনমাস বিদেশে ছিলাম। আমি বিস্তারিত বলতে পারব না। তবে সব এমপিও এখন রি-চেক হচ্ছে।'

মাদ্রাসা শাখার সনদ জালিয়াতি

গত দেড় বছরে মাদ্রাসা শাখায় অসংখ্য ভুয়া সনদধারীদের এমপিও দেয়া হয়েছে। তদন্তে ধরা পড়ার পর আবার এমপিও বন্ধও করা হয়েছে অনেকের। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার শত শত শিক্ষক ভুয়া এনটিআরসিএর সনদ দিয়ে এমপিওভুক্ত হয়ে চাকরি করছেন।

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাতগিরি দাখিল মাদ্রাসার সুপার ভুয়া নিবন্ধনে নিজ পুত্র ও পুত্রবধূকে চাকরি দেয়ায় নিজের চাকরি হারিয়েছেন। পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার হোসেনাবাদ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার বেশ কয়েকজন শিক্ষক ভুয়া নিবন্ধন সনদ নিয়ে চাকরি নেয়। পরে বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসের তদন্তে ধরা পড়ে। এ শিক্ষকরা হলেন কামরুল হাসান, জামাল উদ্দিন, সুরাইয়া বেগম ও এহছানুল ইসলাম প্রধান। তাদের মধ্যে প্রথম দুজন এমপিওভুক্ত হয়ে সরকারি বেতন-ভাতাও ভোগ করছিলেন। পরে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

পঞ্চগড় সদর উপজেলার প্রধানপাড়া দারুল ফালাহ দাখিল মাদ্রাসার ডেজিনা আক্তারের নিবন্ধন সনদও সরকারি তদন্তে ভুয়া প্রমাণিত হয়। কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার কাজলা আলিম মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক ওমর ফারুক এবং আরবি বিভাগের প্রভাষক শিহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধেও ভুয়া নিবন্ধন সনদ নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের এমপিও বন্ধ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মাদ্রাসা অধিদফতর নামে পৃথক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মহাপরিচালক, দু'জন পরিচালকসহ অন্যান্য প্রায় সব পদেই কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখন মাউশি মাদ্রাসার সকল নথিপত্র ওই সংস্থাকে বুঝিয়ে দিবে। কিন্তু দায়িত্ব ও কার্যক্রম হস্তান্তরের আগ মুহূর্তে গণহারে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।